পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন
২০১৫-২০১৬

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আপনাদেরকে হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ এর বিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ১৮৪ নং পরিচ্ছেদ, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন রুলস্ ১৯৮৭ এর ১২ নং বিধি এবং ৭ই আগস্ট, ২০১২ তারিখে বিএসইসি এর নোটিফিকেশন অনুসারে কোম্পানীর ৩০শে জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন, আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন আপনাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করছি। প্রতিবেদনে কোম্পানীর সার্বিক কার্যক্রম, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

১। ব্যবসার সার্বিক অবস্থা ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি ঃ

২০১৫ সাল শুরু হয়েছিল বিরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। এর প্রভাব বেসরকারী বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্য, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ প্রায় প্রতিটি সেক্টরে বিরাজমান ছিল . রাজনৈতিক অস্থিরতা, লাগাতার হরতাল ও অন্যান্য আন্দোলনের কারণে ব্যবসায়িক কার্যক্রম কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হয়ে আসে। তবে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি থাকায় বিভিন্ন শিল্পের প্রবৃদ্ধি কিছুটা বিঘ্নিত হয়।

পর্যাপ্ত উৎপাদন, অনুকূল আবহাওয়া, সহায়ক মুদ্রানীতির ফলে ২০১৬ সালের মুদ্রাস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে ছিল . উক্ত অর্থ বৎসরে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬. ৪%।

বাংলাদেশ ধীরে ধীরে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বাড়তে মুদ্রা স্ফীতি, সুদের হার এর মত সূচকসমূহ এখন অনুকূল। তবে অর্থনীতির কাঙ্খিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে আরো সময় লাগবে। ব্যাংকের অলস তহবিল, বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় কম রাজস্ব অর্জন সামগ্রিক অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতার আভাস দেয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.০৫% যা আগের বৎসরে ছিল ৬.৫৫%। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে বিগত বৎসরের মত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার আরো বৃদ্ধি হতে পারে আমরা আশাবাদী যে অতীতের ন্যায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

২। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ঃ

২০১৫ সালের প্রথম দিকের রাজনৈতিক সহিংসতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রচন্ড বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং গ্যাস সরবরাহের প্রবল স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। উক্ত বৎসরে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৮৬.২০% ব্যবহার করতে সক্ষম হয় অন্যদিকে, সম্প্রতি এই শিল্পের অনেক প্রতিযোগী বাজারে প্রবেশ করায় প্রতিষ্ঠান পণ্যের মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য হয়। ফলে একদিকে মুদ্রা স্ফীতির দরুন পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে অপরদিকে বিক্রয় মূল্য হ্রাস পেয়েছে। আশার বিষয় এই যে, আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান বিগত বৎসরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক আহ্বানকৃত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে সরাসরি ১২০০ মেঃ টন রাইটিং প্রিন্টিং কাগজ সরবরাহের ক্রয়াদেশ পেয়েছে এছাড়াও বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড হতে ক্রয়াদেশপ্রাপ্ত অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠান থেকেও পণ্য সরবরাহের ক্রয়াদেশ পেয়েছে

এই শিল্পের প্রচুর প্রতিযোগী বাজারে প্রবেশ করায় অত্র প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ধরে রাখার স্বার্থে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক কাঁচামাল আমদানী করা হয়। প্রতিযোগীতামূলক বাজারে আমাদের উৎপাদিত পণ্যের অবস্থান শক্ত করার জন্য উৎপাদনে বর্ধিত মূল্যের আমদানীকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় . অন্যদিকে ক্যাপ্টিভ পাওয়ারের গ্যাস বিল বিগত বৎসরের তুলনায় ১০০% এবং বয়লারের গ্যাস বিল বিগত বৎসরের তুলনায় ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি পেয়েছে বিগত বৎসরের তুলনায় প্রায় ৪%। পাশাপাশি শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ও মজুরী, অতিরিক্ত সময়ের কাজের মজুরী, বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, ধর্হিঃ পরিবহন বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়

অন্যদিকে পণ্যের মূল্য কমিয়ে এবং ক্রেতাকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান যেমন, বিক্রয় কমিশন ও বিজ্ঞাপন খরচ বাবদ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্থায়ী সম্পদ ক্রয় এবং সংযোজনের বিপরীতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানকে ঋণের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে এবং ঋণের বিপরীতে ব্যাংক সুদ বাবদ প্রচুর খরচ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও মোট মুনাফার হার বিগত বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড কর্তৃক বিগত ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ

বৎসর এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর পূণঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় হিসাবভুক্তকরণ প্রক্রিয়ার উপর আপত্তি জানায়।

যেহেতু পূণঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় হিসাবভুক্ত করার ব্যাপারে IAS -16 এ স্পষ্টভাবে কোন উল্লেখ নেই এবং হিসাববিদগণের মধ্যে এতদ্‌বিষয়ে মতভেদ রয়েছে সেহেতু ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এটি একটি অপরিচালন ব্যয় হিসাব বিবেচনা করে আয়-ব্যয় বিবরনীতে হিসাবভুক্ত করার পরিবর্তে পূণঃ মূল্যায়ন সঞ্চিতি তহবিলের সাথে সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উপরোল্লেখিত অর্থ বৎসরসমূহের পূণঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় হিসাবভুক্তির বিষয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর পূণঃ আপত্তির কারনে পরিচালনা পর্ষদ বিগত অর্থ বৎসরসমূহের হিসাব বিবরণী Restate করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে পূণঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় বাবদ মোট ৭,৭৮,১২,৭৭৯.০০ (সাত কোটি আটাত্তর লক্ষ বার হাজার সাতশত উনাশি) টাকা উক্ত অর্থ বৎসর সমূহের আয়-ব্যয় বিবরণীর সহিত সমন্বয় করা হয় এবং অনুরূপভাবে চলতি অর্থবৎসরে একই নীতি অনুসরণ করা হয়।

এটি একটি অপরিচালন ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও বিগত অর্থ বৎসর সমূহের বিপরীতে পূণঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় বাবদ মোট ৭,৭৮,১২,৭৭৯.০০ টাকা আয়-ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত করে হিসাব বিবরণী Restate করার ফলশ্রুতিতে এবং একই প্রক্রিয়ায় বর্তমান অর্থ বৎসর (২০১৫-২০১৬) এর আয়-ব্যয় বিবরণীতে পূণঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় বাবদ মোট ১,৬৪,১২,৭২২.০০ (এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ বার হাজার সাতশত বাইশ) টাকা হিসাবভুক্তিকরণের ফলে ১,২৬,০৯,০০০.০০ (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ নয় হজার) টাকা নীট ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে। কোম্পানীর পরিচালনগত লাভ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও IAS -16 পরিপালন করার জন্য পূণঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত করায় কোম্পানীর উক্ত ক্ষতি প্রদর্শিত হয়েছে।

পূণঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় চলতি অর্থ বৎসরের আয়-ব্যয় বিবরনীতে সমন্বয় করা হলেও IAS -16 এর Paragraph 41 অনুসারে সংরক্ষিত মুনাফা তহবিলে তা স্থানান্তর করায় শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানা স্বত্ত্ব অটুট রয়েছে।

এমতাবস্থায় অত্র প্রতিষ্ঠানকে একটি লাভজনক ও বহুমুখী পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইতোমধ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বর্তমান প্রকল্পের Balancing Modernization Rehibilitation and Extension (BMRE) এর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। উক্ত BMRE প্রকল্পের অংশ হিসাবে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে আমদানী করা হয়েছে। প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্যের গুণগত মান আরো উন্নত হবে। উক্ত প্রকল্প হতে বর্তমানে উৎপাদিত নিউজপ্রিন্ট এবং রাইটিং প্রিন্টিং কাগজের পাশাপাশি অফসেট, গ্লোসি এবং উন্নতমানের রাইটিং প্রিন্টিং এবং নিউজপ্রিন্ট কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

আপনারা অবগত হয়েছেন যে, পণ্যের বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে দৈনিক ২৪টন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি টিস্যু পেপার উৎপাদন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। উক্ত প্রকল্পেরও উল্লেখযোগ্য পরিমান যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে আমদানী করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রক্রিয়া চলমান অবস্থায় আছে। উক্ত প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হলে বাজারের চাহিদাপূরণ, লাভজনকতা বৃদ্ধি, উৎপাদন ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার এবং সর্বোপরি বাজারে অত্র প্রতিষ্ঠানের একটি শক্ত অবস্থান তৈরীর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং বাজারে পণ্যের একটি শক্ত অবস্থান তৈরীতে সক্ষম হবে।

৩। বিক্রয় কার্যক্রম ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিপণন ব্যবস্থা ছিল সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। একদিকে সরকারী শিক্ষানীতি, মূল্য সংযোজন কর আইনের ব্যাপক পরিবর্তন এবং ক্রয়নীতির ব্যাপক পরিবর্তনে মুক্তবাজার ব্যবস্থায় কাগজ শিল্প সুবিধাবঞ্চিত হয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং একক প্রতি বিক্রয় মূল্য হ্রাস পাওয়ায় বিগত বৎসরের তুলনায় চলতি বৎসরে বিক্রয়ের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

বিগত বছরের ন্যায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য প্রণীত বাজেটে সংবাদপত্রে ব্যবহৃত কাগজের উপর স্বল্পহারে আমদানী শুল্ক আরোপ এবং দেশীয় উৎপাদিত রাইটিং প্রিন্টিং কাগজের উপর টন প্রতি ৪৫,০২০.০০ টাকা মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা হয়েছে যা বিগত বৎসরের তুলনায় প্রায় ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে টন প্রতি উৎপাদিত মিডিয়াম পেপার এর উপর ৩,০০০.০০ টাকা হারে মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা হয় যা বিগত বৎসরের তুলনায় প্রায় ২৫ % বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উৎপাদন খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের ন্যায় দেশীয় শিল্প থেকে কাগজ ব্যবহারের কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় আন্তর্জাতিক বাজার হতে তুলনামূলক কম মূল্যে সমজাতীয় কাগজের ব্যাপক আমদানী ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে দেশীয় কাগজের বাজারে স্থবিরতা বিরাজ করেছে সারা বছর ব্যাপী। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্য পুস্তক বোর্ড বিদেশী প্রতিষ্ঠানকেও টেন্ডারের মাধ্যমে বই ছাপানোর কার্যাদেশ দেয়। ফলে দেশীয় কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিপনন ও বিক্রয় হ্রাস পায়।

পণ্য ভিত্তিক বিক্রয় কার্যক্রমের কিছু তথ্য ও উপাত্ত নিচে উপস্থাপন করা হল ঃ

আপনাদের কোম্পানী একটি মাত্র প্রোডাক্ট লাইন থেকে বিভিন্ন গ্রেডের এবং বিভিন্ন মাপের পণ্য উৎপাদন করে থাকে।

নিম্নে পণ্য ভিত্তিক উৎপাদন ও বিক্রয়ের অর্জন উল্লেখ করা হলঃ

বিবরণ	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪	২০১২-২০১৩
রাইটিং প্রিন্টিং বিক্রয়	৯১,৮১২,০৪২	৮৩,৩৭৯,৭৮৫	-	-
ব্রাইট নিউজপ্রিন্ট বিক্রয়	১৮১,১৬৩,১৫৭	২১৫,৫০১,৯৮১	২৭৫,৫১৮,৬০০	১৮৮,৭০৯,০৮১
মিডিয়াম পেপার বিক্রয়	-	১,৩৪১,৪৫২	৬,৭৩৭,২৫০	১১,৯১৭,৮১১
মোট বিক্রয়	**২৭২,৯৭৫,১৯৯**	**৩০০,২২৩,২১৮**	**২৮২,২৫৫,৮৫০**	**২০০,৬২৬,৮৯২**

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাজার আরোও শক্তিশালী হবে এবং বাজারে আমাদের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং পণ্যের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হবে।

৪। ঝুঁকিসমূহ ঃ

কোম্পানীর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

(i) **সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঃ**

সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কোম্পানীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর দ্বারা কাগজ শিল্প ও শিল্পায়ন প্রভাবিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে অত্র শিল্পের উৎপাদন, ক্রয় ও বিপনণ কার্য পরিচালিত হয়। স্থির ও সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শিল্পায়নের পূর্ব শর্ত।

(ii) **বাহ্যিক বিষয়াবলী ঃ**

রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মঘট, গণ আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দ্বারা কোম্পানীর আর্থিক ফলাফল প্রভাবিত হয়।

(iii) **আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর আইনে পরিবর্তন ঃ**

আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর আইনে পরিবর্তন, কর হারের পরিবর্তন, মূল্য সংযোজন কর হারের পরিবর্তন এবং বাণিজ্যিক আইনে আকস্মিক পরিবর্তনের কারনে কোম্পানীর মুনাফা ও নগদ অর্থ প্রবাহের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

(iv) **পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনে পরিবর্তন ঃ**

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে তাল রেখে সরকার বিভিন্ন সময়ে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন ও বিধিতে পরিবর্তন এনে থাকে যার পরিপালন নিশ্চিত করতে কোম্পানীকে অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ ও ব্যয় করতে হয়।

(v) **মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন ঃ**

হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলের কাঁচামাল অধিকাংশই আমদানী নির্ভর, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের কারনে কোম্পানীর মুনাফা প্রভাবিত হয়।

(vi) **অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকিঃ**

অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে যেমন তারল্য ঝুঁকি, অনাদায়ী দেনা সংক্রান্ত ঝুঁকি, বাজার ব্যবস্থার ঝুঁকি এবং সুদের হারের পরিবর্তন ঝুঁকি অন্যতম যা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

হিসাব বিবরণীর নোট ৩৭.০০ এ এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

(vii) **ঝুঁকি বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মূল্যায়নঃ**

যদি ও বেশির ভাগ ঝুঁকি কোম্পানী বিশেষের আয়ত্তের বাইরে, এইরূপ প্রত্যেক ঝুঁকির বিষয়ে হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ সর্বদা সর্তক দৃষ্টি রাখে এবং পণ্যের বাজার বহুমুখীকরণ, দক্ষভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গবেষণা কার্যক্রমে বিনিয়োগের মাধ্যমে এই সকল ঝুঁকির মোকাবেলা ও কোম্পানীর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অর্জন করে। পরিবেশ বিধিমালার একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ ভাল মানের Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করে পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে কারখানায় ব্যবহৃত পানির ৮০-১০০ ভাগ পরিশোধন করে পুণরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য উন্নতমানের Effluent Treatment Plant স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে।

৫। বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার উপর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ঃ

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য হক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ এর বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার উপর কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশ করছি ঃ

বিবরণ	২০১৫-২০১৬		২০১৪-২০১৫	
	টাকা	শতকরা হার	টাকা	শতকরা হার
বিক্রয়	২৭২,৯৭৫,১৯৯	-	৩০০,২২৩,২১৮	-
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	২৫৪,৯৮৭,৯৯৮	৯৩.৪১	২৮৩,৫৬৮,২২৫	৯৪.৪৫
মোট মুনাফা	১৭,৯৮৭,২০১	৬.৫৯	১৬,৬৫৪,৯৯৩	৫.৫৫
নীট মুনাফা	(১৩,৭৪৬,৮৫১)	(৫.০৪)	(১০,৭৮৩,৪০৬)	(৩.৫৯)

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কারণে IAS -16 পরিপালনের নিমিত্তে পূণঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত করে বিগত বৎসর সমূহের আর্থিক বিবরণী Restate করা হয়েছে এবং চলতি অর্থ বৎসরেও একই নীতি অনুসরণ করা হয় ফলে অত্র প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা ঋণাত্মক হয়

৬। উৎপাদন ঃ

সঠিক ও বাস্তবিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, দিক নির্দেশনা, তদারকি, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সমস্যা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও এবং চলমান মেশিনারী সংযোজন, বিয়োজন, রক্ষণাবেক্ষণ কর্যক্রম সচল রেখে উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

সঠিক পদ্ধতিতে ও প্রানোদনার মাধ্যমে জনশক্তি, জ্বালানী শক্তি ও কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার এবং সর্বোপরি নিবিড় তদারকির মাধ্যমে পণ্যের মান সংরক্ষণ করে উৎপাদন মূল্য যৌক্তিক স্তরে রাখার দিকে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেতন রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। উৎপাদনের সর্বস্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য।

উৎপাদন পর্যালোচনা ঃ

বিবরণ	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪
উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)	৬০০০	৬০০০	৬০০০
প্রকৃত উৎপাদন (মেট্রিক টন)	৫১৭২	৪৩৬০	৩৯০৫
উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার (%)	৮৬.২০	৭২.৬৭	৬৫.০৯
বিক্রয় (মেট্রিক টন)	৩৭৪৩.২৮	৪৫৬৬.৮৪	৪১৪৫.১৯

চলতি বৎসরে কোম্পানীর উৎপাদন প্রায় ১৮.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে পাশাপাশি উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৩.৫৩ শতাংশ।

৭। অস্বাভাবিক মুনাফা / (ক্ষতি) ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কোম্পানীর কোন রূপ অস্বাভাবিক মুনাফা / ক্ষতি (Extra ordinary gain or loss) ছিল না।

৮। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানীর সাথে আর্থিক লেনদেন ঃ

চলতি বছরের সংযুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেনের বিস্তারিত বিবরন হিসাব বিবরণীর নোট ৪০.০০ এ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৯। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের উল্লেখযোগ্য ব্যবধান ঃ

কোম্পানীর ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবধান হয়নি। উল্লেখ্য যে, ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে স্থায়ী সম্পদের পূণঃ মূল্যায়ন করা হয় এবং তখন পূণঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় পূণঃ মূল্যায়ন সম্বিতি তহবিলের সাথে সমন্বয় করা হয়। তবে পরবর্তীতে IAS -16 পরিপালনের নিমিত্তে পূণঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত করে বিগত বৎসর সমূহের আর্থিক বিবরণী Restate করা হয় এবং চলতি অর্থ বৎসরেও একই নীতি অনুসরণ করা হয় ফলে অত্র প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা ঋণাত্মক হয়।

১০। আর্থিক ফলাফল ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের বিক্রয় ও অর্জিত মুনাফার চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হল ঃ

বিবরণ	২০১৫-২০১৬ (টাকায়)	২০১৪-২০১৫ (টাকায়)
মোট বিক্রয়	২৭২,৯৭৫,১৯৯	৩০০,২২৩,২১৮
মোট ব্যয়	২৮৭,৩৫১,৭৮৭	৩০৮,৮১৫,৭৩৩
পরিচালন মুনাফা / (ক্ষতি)	**(১৪,৩৭৬,৫৮৮)**	**(৮,৫৯২,৫১৫)**
অন্যান্য আয়	২,৭৮৪,২৩০	১,৩১৩,২৯৬
নীট মুনাফা /(ক্ষতি)	(১৩,৭৪৬,৮৫১)	(১০,৭৮৩,৪০৬)

পুনঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত করে বিগত বৎসর সমুহের আর্থিক বিবরণী Restate করার কারণে এবং চলতি অর্থ বৎসরে একই নীতি অনুসরণ করায় অত্র প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা ঋণাত্মক হয়।

১১। Independent Director সহ পরিচালকদের পারিশ্রমিক ঃ

পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত অন্যান্য পরিচালককে কোন পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় না যা হিসাব বিবরণীর নোট নং-২৭ এ বর্ণিত রয়েছে

১২। লভ্যাংশ ঘোষণা ঃ

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, পণ্য বহুমুখী করণের উদ্দেশ্যে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে একটি টিস্যু পেপার উৎপাদন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রকল্প বাবদ প্রতিষ্ঠানকে প্রচুর নগদ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে নতুন এই প্রকল্পকে উৎপাদন উপযোগী করার জন্য আরো বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে অন্যদিকে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে সামগ্রীকভাবে কাগজের বাজারে স্থবিরতা বিরাজমান থাকায় বিএ-য়ের পরিমাণ হ্রাস পায় ফলে কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়নি।

উপরে উল্লেখিত সমস্যা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিবেচনা করে পরিচালকমন্ডলী ৩০শে জুন, ২০১৬ সমাপ্ত বৎসরের জন্য স্পন্সর শেয়ার ব্যতিত শুধুমাত্র সাধারণ শেয়ারের উপর ৫% নগদ লভ্যাংশ সুপারিশ করেন। তবে আশার বিষয় এই যে টিস্যু পেপার প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে কোম্পানীর লাভজনকতা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক পরিমাণে লভ্যাংশ ঘোষণা করা সম্ভব হবে।

১৩। ক্রেডিট রেটিং ঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে কোম্পানীর ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়। ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিঃ নিম্নোক্ত প্রতিবেদন প্রদান করে।

Date of Declaration	Valid till	Rating Action	Long Term Rating	Short term Rating	Out look
December 31, 2015	December 30, 2016	Sunveillance	A-	ECRL-2	Positive

১৪। পরিচালকবৃন্দের নিয়োগ ও পুনঃ নিয়োগ ঃ

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এর ৮২ ধারা অনুযায়ী পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল্লাহ্ এবং জনাবা হোসনে আরা বেগম পরিচালক পর্ষদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা যোগ্য বিধায় পুনঃ নির্বাচনের আবেদন জানিয়েছেন।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, গত ৩০/০৪/২০১৬ইং তারিখে অত্র প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন পরিচালক জনাব আমিরুল ইসলাম এর মেয়াদ পূর্ণ হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রজ্ঞাপন নং- বিএসইসি / সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/১৩৪/এডমিন/৪৪ তারিখ ০৭ আগস্ট, ২০১২ইং এর নির্দেশনা পরিপালনের লক্ষ্যে গত ৩০/০৪/২০১৬ ইংরেজী তারিখে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড কার্যালয় ২/১০ ডি.টি. রোড, উত্তর পাহাড়তলী, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের সভায় জনাব আমিরুল ইসলামকে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের জন্য স্বাধীন পরিচালক হিসাবে পুনরায় নির্বাচন করা হয় যা ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

১৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর পূণঃনিয়োগ অনুমোদন ঃ

গত ২৯/১০/২০১৬ ইংরেজী তারিখে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড কার্যালয়ে ২/১০ ডি.টি. রোড, উত্তর পাহাড়তলী, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের সভায় জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফাকে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য পুনরায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্বাচন করা হয় যা ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

১৬। নিরীক্ষক ঃ

২০৩ম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানীর বর্তমান বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্ অবসর গ্রহণ করবে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশ নং BSEC/SMRRCD/2009-193/104/Admin dated July 27, 2011 অনুযায়ী মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্ আগামী বৎসরের জন্য নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনের যোগ্য হওয়ায় তাঁরা পুনরায় নিয়োগ পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যা পরিচালক পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

১৭। কর্পোরেট সুশাসন ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কর্পোরেট সুশাসনের শর্তগুলো কোম্পানী যথাযথভাবে পরিপালন করছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রজ্ঞাপন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/১৩৪/এডমিন/৪৪ তারিখ ০৭ আগস্ট, ২০১২ইং এর নির্দেশনানুসারে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন (Corporate Governance Compliance Report) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের অবগতির জন্য - সংযুক্তি ১,২,৩ ও ৪ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৮। সরকারী কোষাগারে অর্থ প্রদান ঃ

কোম্পানী সর্বদা সরকারী আইনকানুন, নিয়মনীতি সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে। জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোম্পানী সচেতন ও যত্নবান । ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সরকারী কোষাগারে আর্থিক অবদানের পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো ঃ

বিবরণ	২০১৫-২০১৬ (টাকায়)	২০১৪-২০১৫ (টাকায়)	২০১৩-২০১৪ (টাকায়)
কর্পোরেট আয়কর বাবদ প্রদান	৯,২৩২,৬৭৫	৯,৪৬০,১৪৯	৮,২৫৯,৯২৮.০০
আমদানী শুল্ক ও মূসক পরিশোধ	৭,৯০৭,৫১৫	৬,৮৩৮,৭০২	৪,২০০,০০০.০০
লভ্যাংশের বিপরীতে কর কর্তন বাবদ	১,০৯৬,৫৮৫	৮৫৫,৭৮৫	১,০৩৮,৮৬৫.০০
উৎস কর ও মূসক পরিশোধ	১,৫৮৫,১৮২	১,১৪৮,১৪৮	১,০৫০,১৫৫.০০
মোট	**১৯,৮২১,৯৫৭**	**১৮,৩০২,৭৮৪**	**১৪,৫৪৮,৯৪৮.০০**

১৯। মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের সর্বোচ্চ মেধা ও কর্ম ক্ষমতার উন্নয়নে সঠিক পরিচর্যা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের ক্ষেত্র, পরিধি, দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা নির্ধারণপূর্বক সময়ে সময়ে পূণঃ বিন্যাস করার ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। উপরন্তু প্রণোদনার জন্য বিশেষ প্রানোদনা কার্যক্রম ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সকলের কর্মপ্রেরণা ও দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোম্পানীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ করে কার্যক্ষেত্রে আনয়ন করা হচ্ছে অধিকতর স্বচ্ছতা, দ্রুততা এবং নিশ্চিত করা হচ্ছে শ্রমশক্তির কাম্য ব্যবহার। কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের আর্থিক প্রানোদনাসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর কোম্পানীর নীট মুনাফার ৫%(পাঁচ শতাংশ) শ্রমিক কর্মচারী মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিলে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি বছর দক্ষতা, যোগ্যতা, শৃংখলা ইত্যাদির বিবেচনায় নিয়মিত ভাবে পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধিসহ বিশেষ প্রনোদনা বোনাসের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মের মূল্যায়ন ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে কর্মরত সকলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যুগোপযোগী মানবসম্পদ প্রস্তুতের যাবতীয় কার্যক্রম ও চলমান রাখা হয়েছে।

২০। পরিবেশ ও নিরাপত্তা ঃ

কোম্পানীর কারখানার চতুর্দিকে পর্যাপ্ত সুপরিকল্পিত বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরী করা হয়েছে এবং বর্জ্য নিঃসরণের যথাযথ ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উত্তরোত্তর তা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক

সংবেদনশীল পরিবেশ অত্যন্ত যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং কারখানায় অবস্থিত সকল সম্পদের যথাযথ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হয়েছে। প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে প্রাক্ প্রস্তুতি গ্রহণ, তদারকি ও উন্নয়ন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বিগত বৎসরের ন্যায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে ও সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় কোম্পানীর কাঁচামাল গোডাউন, গ্যাস জেনারেটরের বীমা করা হয়েছে এবং যথারীতি এসিড, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিদর্শন ও তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণপূর্বক লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। কারখানার কাঁচামাল ও তৈরী পণ্যের মজুদাগার, মেশিনারিজসহ স্থাপনা সমূহে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং যথারীতি নবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। তদুপরি কর্মরত কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ব্যবহার প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে।

কারখানায় নিঃসারিত প্রাকৃতিক ক্ষতিকর রাসায়নিক নিঃসরণের জন্য ইটিপি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। কোম্পানীর কারখানায় নিঃসারিত পানি উপযুক্ত রি-সাইক্লিং প্রক্রিয়ায় পূণঃ পূণঃ ব্যবহার পূর্বক ড্রেইনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয় যাতে পরিবেশ কোন ভাবে দূষিত না হয় কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। কোম্পানীর কারখানার অভ্যন্তরে স্থাপিত সকল বিপজ্জনক স্থাপনা সমূহ ও কেমিক্যাল মজুদাগারে যথোপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষণ ও সর্তকতা অবলম্বন করা হয়। কোম্পানীর কর্মরত সকল শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সর্বোপরি পরিবেশগত ক্ষতি এড়ানোর বিষয়ে এই সংক্রান্ত বিধিমালাও যথারীতি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং সকল সরকারী নির্দেশনা যথারীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। সম্পদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সঠিক সংখ্যক প্রহরীর মাধ্যমে নিরাপত্তা বেস্টনী রাখা হয়েছে।

২১। আর্থিক বিবরণীর ব্যাপারে পরিচালকমন্ডলীর দায়িত্ব ঃ

সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/১৩৪/এডমিন/৪৪ তারিখ ০৭ আগস্ট, ২০১২ইং অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী নিশ্চিত করেছে যে ঃ

(ক) কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে এর কর্মকান্ড, কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ প্রবাহ ও ইক্যুইটির পরিবর্তন সম্পর্কে যথার্থ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে;

(খ) কোম্পানীর হিসাবের বহিসমূহ যথাযথ সংরক্ষণ করা হয়েছে;

(গ) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার সময় উপযুক্ত হিসাবনীতি সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাবের প্রাক্কলন যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞ বিচারবোধের ভিত্তিতে করা হয়েছে;

(ঘ) আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করার সময় আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশে গৃহীত হিসাব মানদন্ড অনুসরণ করা হয়েছে এবং তা থেকে যে কোন ব্যত্যয় পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে;

(ঙ) আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছিল বলিষ্ঠ এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা হয়েছে;

(চ) চালু প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় কোম্পানীর সামর্থ্যের ব্যাপারে তেমন কোন দ্বিধা নেই;

(ছ) কোম্পানীর কার্যক্রমের ফলাফলের ক্ষেত্রে বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য যেসব ব্যত্যয় রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এবং

(জ) কার্যক্রম ও আর্থিক বিষয়ে পাঁচ বৎসরের উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে।

২১। স্বীকৃতি ঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ লিঃ, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিঃ, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী বাংলাদেশ লিঃ, সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা, নিরীক্ষক ও সরবরাহকারীসহ সকলের সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগীতার জন্য আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে ভবিষ্যতেও তাদের অনুরূপ সহযোগিতার হাত আমাদের প্রতি প্রশস্ত থাকবে এই কামনা করছি। ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে কোম্পানীর সার্বিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বিরূপ পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতা উত্তরণে যারা সার্বিক ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন পরিচালকবৃন্দের পক্ষ থেকে সেই সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ আন্তরিকতা, সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এই কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

মোঃ আবদুল্লাহ
চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম
তারিখ ঃ ২৯ অক্টোবর, ২০১৬ ইং